R j evqy e v Z ©v

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উপকূলীয় ৭ টি জেলায় “Climate Justice Resilient Fund-CJRF” শিরোনামে ’র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা আগামী সেপ্টেম্বর ২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- `y‡hv© SuywK n«vm (wWAviAvi), RjevqycwieZ©b Ges RjevqySuywK‡K cÖwZ Kivi KviYmgn- n«vm Ki‡Z Z_¨ Ges wk¶v mnyeav cÖ‡bi gva¨‡g ÿwZMÖKwgDwbwUi mÿgZv AR©bi PP©‡jv kw³kvjx Kiv, ‡bZ‡Zj mv‡_ bvMwiK mgv‡Ri ‡bUIqwK©Ges Awaciv‡k©i gva¨‡g cÖvšÍGes RjevqySuywKc¥©GjvKvq miKvix Abyk¨jb e¨e¯'vi kw³kvjxKiY Ges mnyeaw` m¤úwK©iY Kiv, Avq nvm Kg‡Z DcKvix KwgDwbwU‡Z RjevqyAwf‡hvwRZ Avqe„×gyjK ‡KŠkj Ges Bbcy mnvqZv cÖb Kiv Ges cÖ‡ii gva¨‡g A_©‰bwZK wbivcËv wbwðZ Kiv|

e¯Íc×wZ‡Z meweR Pvl: Rjevqy ÿwZMÖ bvix‡`i eQiRyo Av‡qi m~hvM

উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশলসমূহ ব্যাবহার করে সবজি চাষে সফলতা পাচ্ছেন। লবনাক্ততা, বন্যা ও জলোচ্ছাস প্রবন এলাকায় বস্তা পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পুর্ণ বিষমুক্ত সবিজ চাষ করে পুষ্টির চাহিদা পুরনের পাশাপাশি উপার্জন করছেন বাড়তি অর্থ। কম খরচে বাড়ির পাশের পতিত জমিতে চাষ করে লাভবান হওয়ায় বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ভোলা ও কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় অল্প সময়ে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ পদ্ধতি।

‡mwjbv ‡eMg e¯Íq wewfbœmewRi Pvl K‡i‡Qb, Mn.¯'wji Kv‡Ri cvkvcvwk wbqwgZ evMvb cwiPh©q djb fv‡jv n‡q‡Q, পুষ্টির চাহিদা পুরনের পাশাপাশি উপার্জন করতে পারছেন বাড়তি অর্থ। ivRvcyi, ‡fvjv m`i, Qwe: Gg. nvmvb, ‡Kv÷-wm‡RAviGd

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট প্রকৃতিক দুর্যোগে এখানকার চাষাবাদ হুমকির মুখে পড়েছে, দারিদ্রতা বাড়ছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীরা বাড়ির পাশে পতিত জমিতে ওলকপি, টমেটো, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পালংশাক, মুলা, গাজর, পুঁইশাক, কচুরমুখী, লাউ, চালকুমড়া, গোলআলু, ঝিঙ্গা, ডাটাশাক, শিম, বরবটি ওল, কচু, চিচিঙ্গা ও মরিচসহ বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করছে এবং সফলতা পাচ্ছে।

বর্তমানে এ অঞ্চলের নারীরা সংসারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বাড়ির নিকটে পতিত জমিতে সবিজ চাষ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রয় করে বাড়তি অর্থ আয় করছে। ভোলা সদর উপজেলার, রাজাপুর ইউনিয়নের সেলিনা বেগম জানান, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে আমি সফলতা পেয়েছি, কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় আমি ৩০টি বস্তায় মৌসুমী সবজির চাষ করছি,পরিবারের প্রতিদিনের চাহিদা মিটিয়ে আমি সাপ্তাহে ৮০০-১০০০ টাকার সবজি বিক্রি করছি, এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে সারা বছর ধরেই মৌসুমী সবজি চাষ করা যায়, বন্যার সময় লবণাক্ত পানিতে বাগানের ক্ষতি হয়না। তিনি আরো জানালানে অল্প খরচে অনেক লাভ এবং তার সফলতা দেখে অনেকেই এখন বস্তায় সবজী চাষ শুরু করেছেন।

evj¨weevn cÖwZ‡iv‡a cvwieviK m‡PZbZv M‡o Zyj‡Z wK‡kvix ‡K‡›`ª DØ¨vM

বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি নির্মূলে প্রয়োজন সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমন্বিত চেষ্টা। বাল্য বিবাহ সহ সমাজে বিদ্যমান নারী ও কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে কমর্ডিনিটি পর্যাযে জনসচেতনতা বাড়াতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত উপকূলীয় এলাকার কিশোরী কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পারিবারিক-সামাজিকভাবে বাল্যবিবাহে’র জন্য দায়ী যেমন- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কাজী, বিশেষ করে অভিভাবকদের মধ্যে এর ক্ষতিকর প্রভাব, আইন এবং উন্নত জীবন সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করতে কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের সথে বৈঠক, পাড়া ভিত্তিক উঠোন বৈঠক ও হোম ভিজিট কার্যক্রম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক ও মেয়েরা মনে করছে সমাজ বা পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য পারিবারিক ও সামাজিকভাবে জনসচেতনতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক জেসমিন আক্তার বলেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের

evj¨weevn cÖ‡iv‡a wK‡kvix †K‡›`ª wkÿK †Rmwgb Av³vi I †g‡qiv ewo ewo wM‡q Awf fveK‡`i m‡PZb Ki‡Q, Avjx AvKei †WBj, KZzew`qv,KK&Rvi, Qwe: kvnv`vr †nv‡mb,টিও,কোস্ট,কুতুবদিয়া

কারনে এখানকার মানুষের আয় কমে যাচ্ছে, দারিদ্রতা বাড়ছে,পাশাপাশি করোনাকালে অভিভাবকদের কাজ না থাকা এবং সন্তানের অনিরাপত্তা বোধ থেকে বাল্যবিবাহ বেড়েছে, কিশোরীরা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, অভিভাকদের সচেতন করার চেষ্টা করছি, মেয়েদের প্রতি তাদের বিদ্যমান ধারনার ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি পারিবারিকভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে বাল্য বিবাহ নির্মূল সম্ভব হবে।

wK‡kvix †K‡›`ª Abyc‡Öibvq Avqea©bg~jK KvR hy³ n‡"Q DcK‚jxq wK‡kvixiv

কিশোরী কেন্দ্রের অনুপ্রেরনায় আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের কিশোরীরা, তারা এখন শাক-সবজি চাষের পাশাপাশি ছাগল পালন ও করছে,কারন এতে অল্প খরচে লাভ বেশি। তারা বিশ্বাষ করে এই ধরনের কর্মকান্ড তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে যা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও মতপ্রকাশের অধিকার বৃদ্ধিতে ও ভূমিকা রাখবে।

কিশোরী কেন্দ্রের অনুপ্রেরনায় শাক-সবজি চাষের পাশাপাশি আয় বাড়াতে জান্নাত আরা বেগম ছাগল পালনও শুরু করেছে, ৬নং ওয়ার্ড, মাদ্রাজ, চরফ্যাশন, ভোলা। ছবি: আতিকুর রহমান, টিও,কোস্ট, ভোলা।

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মাদ্রাজ ইউনিয়ন কিশোরী কেন্দ্রের ছাত্রী জান্নাত আরা বেগম, নদীভাঙ্গনের কারনে তাদের পরিবারের বসত ভিটা পরিবর্তন করতে হয়েছে বেশ কয়েকবার, বর্তমানে সে তার বাবা মায়ের সাথে মাদ্রাজ ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড এর সরকারি বেড়িবাধের উপর বাস করে।

বাসার সামনের নিজের সদ্য কেনা ছাগলগুলোর পরিচর্যা করছিলো জান্নাত বেগম, সে জানালো আমি নিয়মিত কিশোরী কেন্দ্রে যাই, আপা আমাদের বাড়ির আশেপাশে খোলা জায়গা থাকলে শাকসবজি চাষ করার কথা বলেছে,পাশাপশি ছাগল পালন করার পরামর্শও দিয়েছে কারন ছাগল পালনে খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি।কিভাবে ছাগল পালন করতে হয়, যত্ন করতে হয় এই বিষয়ে আমাদের পরামর্শও দিয়েছে।

জান্নাত আরা বেগম আরো বলেন আমার বাবা পেশায় একজন দরিদ্র কৃষক, সাগরে যায় মাছ ধরতে, পরিবারের আয় রোজগার খুবই কম, অন্তত যদি নিজের খরচটা নিজে চালাইতে পারি তাইলে পরিবারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না এবং কেউ আর আমারে অসম্মান করে কিছু বলতে পারবে না। সবজ্বি চাষ করছি এবং ২টি ছাগল কিনেছি, ভবিষ্যতে একটি ছাগলের খামার তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। আমি স্বাবলম্বী হতে চাই, কিশোরী কেন্দ্র আমাদের সেই পথ দেখাচ্ছে।

মাদ্রাজ কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক কামরুন নাহার বেগম বলেন আমরা অন্যান্য পাঠদান কার্যক্রমের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে কিশোরীদের অনুপ্রানিত করছি ক্ষুদ্র আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে, প্রায় ৫৫% কিশোরী এখন এই ধরনের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ, আবার কেউ হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন করছে, আমরা তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করছি আশা করছি শতভাগ কিশোরী এই ধরনের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হবে।

DcK‚‡j Rjevqy AwfN‡hvRb †KŠkj m¤úªmvi‡b cÖPvibv

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির কারণে এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতি আশঙ্কাজনকভাবে হারে পাচ্ছে। তারা আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, রোগের প্রকোপ বাড়ছে, তাদের আয় হ্রাস পাচ্ছে। এই প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল বিচ্ছিন্ন ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদেও বিশেষ করে নারী ও কিশোরদিের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ছবি সহ ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরনের প্রচারনার মাধ্যমে বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজিত আয় উৎপাদনকারী কৃষি পদ্ধতি যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত পদ্ধতি) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে। এই কৌশলগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও কিশোরীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার পথ থৈরি করছে তারা উন্নত জীবন যাপনের চর্চা করছে যা তাদের জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করছে।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে জলবায়ু অভিযোজিত আযবৃদ্ধিমূলক কৌশসমূহ সম্প্রসারণে প্রাচারনা কার্যক্রম, ১০ ফেব্রুয়ারি, মুছাপুর ছবি : জুয়েল, ফিল্ড মবিলাইজার, এসডিআই, সন্দ্বিপ

GB cÖkbwU ˆZwi‡Z cÖqvRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔwm‡RAviGdÕÕ cÖ‡íi mKj mnKg©x mn‡hwMZv K‡i‡Qb|
we¯ÍvwiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:
Gg. G. nvmvb, †cÖvMÖvg †nW-‡Kv÷, wm‡RAviGd cÖKí|
†gvevBj : 01708120333, ***hasan@coastbd.net***
cÖKí Kvh©µg- k¨vgjx, XvKv †_‡K cÖKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net